"স্বনির্ভর বাংলাদেশ" এর গঠন তন্ত্র স্মারক ও নিয়ম কানুন

১। সংস্থার নাম : স্বনির্ভর বাংলাদেশ

২। সংস্থার ঠিকানা : স্বনির্ভর বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় কার্যালয়,
স্বনির্ভর ওয়ার্কার্স ট্রাষ্ট ভবন,
৫/৫, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭,
জিপিও বক্স নং- ৩৫৪২, ঢাকা।
ফোন নং- ৯১১৬৫৫৮. ৯১১৬৮০৮, ৯১১৬৮০৬
ফ্যাক্স নং-৮৮০-২-৮১১২৩৭৭

৩। সংস্থার কার্যক্রম এলাকা :

ঢাকা জেলা পরবর্তীতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাপী কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে।

৪। সংস্থার আদর্শ মূলমন্ত্র নীতি ও উদ্দেশ্য :

স্বনির্ভর বাংলাদেশ একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী অলাভ জনক এবং অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সংস্থার মূল উদ্দেশ্য সর্বজনের সার্বিক কল্যান সাধন। বেকারের হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তর করা যা চাই বা যা নাই তার জন্য অপেক্ষা না করে, যা আছে তা নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রতিটি জন সম্পদ, স্থানীয় সম্পদ ও প্রতি ইঞ্চি জমিকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা। সমাজের সবচাইতে ভিত্তিস্তরের মানুষকে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ করা এবং তাদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা দেয়া। স্থানীয় উদ্যোগে গঠিত ও পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন। স্থানীয় সম্পদের ও সরকারী সাহায্যের সুষ্ঠু বন্টন ও সদ্ব্যবহার গ্রাম, ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প প্রনয়ন ও সর্বস্তরের জনগনকে পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করা। সরকারী কর্মকর্তা ও গ্রামীন জনগনের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি ও কাজের সমন্বয় সাধন করা, স্থানীয় সংগঠন সমূহকে গ্রামীন নেতৃত্বের ভূমিকা ও অন্যান্য স্তরে দায়িত্ব প্রদান। সর্বস্তরের জনগনের মধ্যে দেশাত্ববোধ সৃষ্টি করা ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য অনুপ্রানিত করা।

৫। স্বনির্ভর বাংলাদেশের বিস্তারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

(১) সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগনের চাহিদা পূরনে বিশেষ করে গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

(২) সমাজ উন্নয়নে স্বনির্ভর ভাবধারার প্রসার সাধন ও স্বনির্ভর ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মতৎপরতা বাস্তবায়ন।

(৩) অংশগ্রহণ পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ সমাধানের জন্য জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করা।

(৪) উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রনয়ন, স্থানীয় সম্পদের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার এবং সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের জন্য জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করণ, যাতে উন্নয়নের ফসল সবাই সমভাবে ভোগ করতে পারে।

মহাসচিব
নির্বাহী কমিটি
স্বনির্ভর বাংলাদেশ।

S. M. ... Hussain
Chairman
Executive Committee
Swanirvar Bangladesh

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ

(৫) সমাজের বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সহযোগীতার জন্য একত্রীভূত করণ। উন্নয়নের কর্মসূচী সমূহ সর্বস্তরের মানুষের কল্যানে স্থানীয় সংগঠনের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা, যাতে সমাজের প্রতিটি মানুষ উন্নয়নের সুফল সমভাবে ভোগ করে।

(৬) জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহন পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচী সমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন যাতে উৎপাদন বৃদ্ধিসহ উন্নয়নের গতিশীলতার জন্য অবকাঠামো নির্মান দ্বারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়।

(৭) সমাজে যারা পিছনে পড়ে আছে অর্থাৎ দারিদ্রতা, বেকারত্বের কারনে হতাশা গ্রস্থ তাদের উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তের দ্বারা তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করে দেয়া।

(৮) সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূর করে জ্ঞান বিকাশের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর শারিরীক ও মানসিক উন্নয়ন সাধন করা এবং ছোট পরিবার গঠনে তাদের উদ্বুদ্ধ করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা দান করা।

(৯) সমাজের বেকারদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করে অর্থকরী কাজে নিয়োগ করতে সাহায্য করা, যার ফলে তাদের দক্ষতা ও শ্রমের দ্বারা উৎপাদনশীল কাজের সমৃদ্ধি সাধন হতে পারে।

(১০) নানাবিধ গ্রামীন কর্মতৎপরতা উন্নয়নের জন্য উন্নত মানের কারিগরী সহায়তা দান, যার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, অপচয় রোধ হয় অর্থাৎ ব্যয় কমিয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

(১১) জনগোষ্ঠী ও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক ও সমন্বয় সাধন, যার ফলে সমাজের সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা সাফল্য মন্ডিত হয়।

(১২) প্রচলিত প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহায়তা করা, গ্রাম পর্যায়ে সংগঠন ও কর্মপদ্ধতি সৃষ্টি যাতে মানব সম্পদকে যথার্থ ভাবে কাজে লাগানো যায়। সর্বস্তরের মানুষের ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে সৌহার্দ মূলক সংহতি স্থাপন।

(১৩) তৃণমূল পর্যায়ে পরিকল্পনার জন্য গবেষনা ও বিশেষ কৌশল প্রয়োগ এবং বৃহত্তর জাতীয় পরিকল্পনার সাথে তৃণমূল পরিকল্পনার সমন্বয় সাধন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং গ্রামীন অর্থনৈতিক উন্নতিকে সঠিক পথে পরিচালনা করা।

(১৪) জনগোষ্ঠির মধ্যে উন্নয়নধর্মী মনোভাবের বীজবপন করা, স্ব-কর্মসংস্থান দ্বারা নিজের পায়ে দাড়ানো ও স্বকীয় মেধার সাহায্যে আত্মসম্মান ও বিশ্বাস সঞ্চয় করে নেতৃত্বের গুনাবলীর উন্নয়ন, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে আস্থাবান হয়ে নিজেকে গঠন।

(১৫) উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিশ্লেষন, গবেষনা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সামাজিক পদ্ধতির উন্নয়ন এবং উন্নয়নের 'হাতিয়ার'কে কার্যকর করার মাধ্যমে বহির্বিশ্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো এবং উন্নয়নের গতিশীলতার জন্য তথ্য আদান প্রদান ত্বরান্বিত করা।

অনুমোদিত

মহাসচিব
কার্যনির্বাহী কমিটি,
স্বনির্ভর বাংলাদেশ।

Dr. Md. A... Chairman
Executive Committee
Swanirvar Bangladesh

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের পক্ষে
'স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ'
সমাজ সেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

। অত্র সংস্থার কর্মতৎপরতার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ সন্নিবেশিত করা হলো ঃ

(১) জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহনের মাধ্যমে কার্যকর সংযোগ ও যোগাযোগ স্থাপন এবং নির্ভরশীলতার মনোভাব দুরীকরণ, বেকারের হাতকে উন্নয়নের হাতিয়ারে পরিনত করা, যে নিজেকে সাহায্য করে স্রষ্টা তাকে সাহায্য করে এ বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল করা এবং হতাশা, কুসংস্কার ও সর্বপ্রকার গোঁড়ামী থেকে মুক্ত করা।

(২) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দল গুলিকে সংগঠিত করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে একাত্ম করা।

(৩) প্রতিনিধিত্বশীল অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সংগঠন সমূহ যথা কৃষক, কৃষি শ্রমিক, মহিলা, যুবক ও অন্যান্য পেশার সমিতি গঠনে সহায়তা দান এবং ঐগুলি গ্রাম পর্যায় থেকে ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে গঠন এবং নিজ দলের ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। যার ফলে সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনের সাথে অংশীদারিত্ব পদ্ধতির মাধ্যমে সঠিক ভাবে পরিকল্পনা সমূহ বাস্তবায়নের দ্বারা জাতি উপকৃত হয়।

(৪) কর্মতৎপরতা সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য স্বনির্ভর বাংলাদেশের শাখা অফিস বিভাগীয়, জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে স্থাপন প্রয়োজনে দেশের যে কোন স্থানে অত্র অফিস স্থাপন।

(৫) মানব সম্পদ উন্নয়ন, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষন কেন্দ্র স্থাপন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবহারের জন্য নানাবিধ কর্মসূচী প্রনয়ন। ✓

(৬) কারিগরি বিদ্যার উৎকর্ষের জন্য এবং প্রয়োগ ও বিস্তারের জন্য কেন্দ্র সমূহ স্থাপন।

(৭) যে কোন প্রকার ভূমি বা ভবন ক্রয় ও সাময়িক ভাবে গ্রহন, স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তিতে নানা প্রকার সংস্কারের কাজ, উদ্ভাবন ও রক্ষনাবেক্ষনের কাজ করা।

(৮) সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে যে কোন স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, বিক্রয়, বন্ধক, হস্তান্তর করা।

(৯) সভা, ওয়ার্কসপ, সেমিনার, সেম্পোজিয়াম এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনা সভার আয়োজন করা।

(১০) সংবাদ পত্র, বুলেটিন, ক্রসিওর, সাময়িকী, বই, প্রতিবেদন, সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে প্রকাশ করা।

(১১) গ্রন্থাগার স্থাপন এবং সংরক্ষন করণ ও তথ্যাদি সরবরাহ করণ।

(১২) সার্বক্ষনিক এবং আধাসার্বক্ষনিক কর্মচারী, সমন্বয়কারী, স্বেচ্ছাসেবক, উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা, প্রতিনিধি, নিরীক্ষক, প্রশিক্ষক, পরিদর্শক ও আইনজীবি স্থায়ী ভাবে বা অস্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী সাপেক্ষে নিয়োগ।

(১৩) পারস্পারিক গ্রহনযোগ্য শর্তে অপর উন্নয়ন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান থেকে পরিকল্পনাবিদ নেয়া যেতে পারে।

(১৪) প্রতিষ্ঠানের সাধারন ও বিশেষ লক্ষ্য সমূহ উন্নয়নের জন্য বৃত্তি, ভাতা, ফেলোশিপ, সম্মানী যে কোন অর্থ প্রদান এবং ক্ষতিপূরন দেয়া যেতে পারে।

অনুমোদিত

মহাসচিব, কার্যনির্বাহী কমিটি, স্বনির্ভর বাংলাদেশ।

Chairman, Executive Committee, Swanirvar Bangladesh.

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের পক্ষে, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজ সেবা কার্যালয়, ঢাকা।

(১৫) অসাধারন সমাজ সেবার অবদানের জন্য সমিতির কর্মীদের প্রশংসাপত্র, পুরস্কার, উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য প্রদান করা যেতে পারে।

(১৬) প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বার্থে যে কোন দেশ থেকে স্বীকৃতি, রেজিষ্ট্রেশন নেয়া যাবে।

(১৭) প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে কোন সরকার, জনসংগঠন, আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান, বানিজ্য প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন, অথবা যে কোন দল এবং ব্যক্তির সাথে অঙ্গীকার বা অন্য কোন ব্যবস্থা করা যাবে।

(১৮) প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে ফান্ড গঠন ট্রাষ্ট বা তৃনমূল সংগঠন সমূহ, ব্যবস্থা বা প্রকল্প গ্রহন করা যাবে।

(১৯) তহবিল গঠন, তহবিল খোলা, অর্থ লেনদেন যে কোন ব্যাংকের সাথে করা যাবে তা ছাড়া প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে যে কোন সংগঠন দেশে বা বিদেশের দাতা সংস্থা থেকে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সমূহ বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক বা যে কোন অনুদান গ্রহন করা যেতে পারে।

(২০) প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীকার সন্তোষজনক ভাবে পুরন করার জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে অর্থ বিনিয়োগ করা যাবে।

(২১) সেবা প্রদানের জন্য বা কোন ক্ষতিপূরনের জন্য ফিস, সম্মানী ভাতা বা যে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

(২২) প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে অর্থাৎ উহার উদ্দেশ্য পূরনের জন্য যথোপযুক্ত শর্তে অর্থ ঋণ হিসাবে গ্রহন করা যাবে।

(২৩) যদি কোন ব্যক্তি, দল বা সংগঠন বা দাতা অনুদান প্রদান করেন উহা সমিতির উদ্দেশ্য সম্প্রসারন ও বাস্তবায়নের জন্য গ্রহন করা যেতে পারে।

(২৪) জাতীয় বা স্থানীয় সরকারের যে কোন নির্দিষ্ট উন্নয়ন কর্মকান্ডে যথা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, হাঁসমুরগী পালন ও উন্নয়ন, গবাদি পশু পালন, মৎস চাষ, বৃক্ষরোপন, স্বাস্থ্য পুষ্টি পরিবার পরিকল্পনা, বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প, স্কুলে ঝরে যাওয়া কমানো, কুটির শিল্পের উন্নয়ন ইত্যাদি কাজে সাহায্য ও সহযোগীতা প্রদান করা হবে।

(২৫) নানা প্রকার গ্রামোন্নয়ন কর্মতৎপরতা গ্রামের অবকাঠামো রাস্তাঘাট সংস্কার, সেতু নির্মানসহ সেচ সুবিধা দান, পুকুর সংস্কার, স্কুল ও কমিউনিটি সেন্টার স্থাপনে সহযোগীতায় ও ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহন করবে।

(২৬) পরামর্শ প্রদান, আমদানী রপ্তানী, গুদাম সংরক্ষন, মেরামতের কাজ, বাজারজাতকরণ, স্থানীয় সংগঠন ও কমিটির ব্যবস্থাপনা এগুলির উন্নয়নে সহায়তা দেয়া হবে, তা ছাড়া ভোক্তাদের, পরিবর্তন প্রতিনিধিদের, সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাদের ব্যাংক ব্যবস্থাপক, ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ও স্বেচ্ছাসেবক ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে।

(২৭) স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী বা অন্যকোন পল্লী সহায়ক ঋণ বা সরকার অথবা আর্থিক বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঐগুলি পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা যাবে।

অনুমোদিত

S. M. Alauddin
Chairman
Executive Committee
Swanirvar Bangladesh.

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের পক্ষে
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ
সমাজ সেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(২৮) প্রসূতী মায়ের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং গুঁড়া দুধ নয় মায়ের দুধই শ্রেয় প্রচার করা।

(২৯) প্রসূতী মায়ের প্রাথমিক চিকিৎসা, নবজাত শিশুর টিকাদান কর্মসূচী, মায়ের দুধের উপকারিতা সর্বোপরি সু-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহযোগীতা করা।

(৩০) বয়স্ক ও অসামর্থদের জন্য নিবাস প্রতিষ্ঠিত করা ও শিশু কেন্দ্র পরিচালনা করা।

(৩১) দুঃস্থ ও গরীব লোকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও দাতব্য ঔষধ সরবরাহ করা এবং ফ্রি আই ক্যাম্প এর ব্যবস্থা করা।

(৩২) মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে জনসাধারনকে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

(৩৩) শারীরিক ও মানসিক পরামর্শ অসমর্থ প্রতিবন্ধী ও নির্যাতিত মানুষকে পুনর্বাসিত করা এবং বয়স্কদের জন্য হোম প্রতিষ্ঠিত করা।

(৩৪) শিশুর শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নে শাক-সবজি ফলমূল ও অন্যান্য পুষ্টি/ফল দায়ক বৃক্ষ রোপনে জনগনকে উৎসাহিত করা, যাতে পুষ্টিহীনতা নির্মূল করা যায়।

(৩৫) স্থানীয় ভাবে উৎপাদনকৃত শাক-সবজি, ফল মশলাদী দিয়ে কম খরচে পুষ্টিকর শিশু খাদ্য তৈরী করার প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

(৩৬) অসামাজিক কার্যকলাপে ক্ষতিকর অভ্যাস ও মানসিক বিকৃতিমূলক অভ্যাসের আমূল পরিবর্তন আনয়ন ও এসব ব্যক্তির পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা।

(৩৭) টেকসই উন্নয়নে শহর/বস্তী/গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন প্রশিক্ষন দান করা ও তৈরী দ্রব্যাদি, উৎপাদিত বা সরঞ্জামাদি বিক্রি করে সংস্থার তহবিল গঠন করা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(৩৮) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি গ্রস্থ মানবতার সেবা, ত্রাণ ও পুর্নবাসন এর ব্যবস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করা ও সরকারের সহিত সহযোগীতা করা।

(৩৯) সুষ্ঠু সেনিটেশনের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রচার ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

৫। সদস্য/সদস্যাদের শ্রেনী বিভাগঃ স্বনির্ভর বাংলাদেশের তিন প্রকার সদস্য থাকবেঃ-

(ক) সাধারন সদস্য
(খ) সহযোগী সদস্য
(গ) অনুমোদিত সদস্য

৬। সদস্য/সদস্যাদের যোগ্যতা সদস্যপদ লাভঃ

(ক) সাধারন সদস্য ঃ

যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক যিনি স্বনির্ভর বাংলাদেশের লক্ষ্য সমূহ অর্জনে অবদান রাখতে চান, এবং দুইজন সাধারন সদস্য কর্তৃক সদস্য পদের জন্য প্রস্তাবিত হন এবং স্থায়ী কমিটি বিষয়টি খুটিনাটি ভাবে দেখে সুপারিশ করেন তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্য পদ লাভ করতে পারেন। সাধারন সদস্যের যে সব গুনাবলী থাকা প্রয়োজন তন্মধ্যে দেশ প্রেম, স্বনির্ভর আদর্শে বিশ্বাস, সৎ চরিত্র, আইন শৃঙ্খলায় আনুগত্য এবং উন্নয়ন কর্মের অভিজ্ঞতা। এসব গুনাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিকেই সাধারন সভ্য রূপে গ্রহন করা হবে। একজন সাধারন সভ্যকে তিন টাকা তালিকাভুক্ত চাঁদা ও বার্ষিক ১২ টাকা চাঁদা দিতে হবে।

মহাসচিব
কার্যনির্বাহী কমিটি
স্বনির্ভর বাংলাদেশ।

S. A. Hussainy
Chairman
Executive Committee
Swanirvar Bangladesh.

অনুমোদিত
২২/১২/৮৯
নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ পক্ষে
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ
সমাজ সেবা অধিদপ্তর, ঢাকা

(খ) সহযোগী সদস্য ঃ

যে কোন বাংলাদেশী অথবা যদি স্বনির্ভর বাংলাদেশের কাজ করতে চান এবং এর কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তা করতে আগ্রহী, সাময়িক ভাবে অথবা যদি বাংলাদেশে না থাকেন এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশের উপদেষ্টা রূপে পৃষ্ঠপোষকতা ও নৈতিক সমর্থন দান করেন তাকে সহযোগী সদস্য হিসাবে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। একজন সহযোগী সদস্য ৫.০০ টাকা চাঁদা দিতে হবে (উক্ত সদস্য পদের জন্য) কিন্তু তাকে নিয়মিত ভাবে চাঁদা দিতে হবে না। সহযোগী সভ্যদের স্বেচ্ছাভিত্তিক অনুদান অথবা অন্যবিধ অবদান গ্রহন যোগ্য। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সহযোগী সাধারন সভ্য হিসাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

(গ) অনুমোদিত সদস্যঃ ...

যে কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান যদি স্বনির্ভর বাংলাদেশের কর্মতৎপরতার সাথে সহযোগীতা করতে চায় তাকে অনুমোদিত সদস্য হিসাবে গ্রহন করা যাবে।

৯। সদস্য পদ বাতিলঃ

একজন সাধারন সদস্য, সহযোগী সদস্য ও অনুমোদন প্রাপ্ত সদস্য নিম্নোক্ত কারনে সদস্যপদ হারাতে পারেন।

(ক) যদি তিনি মারা যান অথবা ইস্তফা দেন।
(খ) যদি তিনি মানসিক ভাবে অসুস্থ্য হন
(গ) যদি তিনি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেন।
(ঘ) যদি তিনি দোষী বা চরিত্রহীন হন এবং কোন অপরাধের সাথে জড়িত হন এবং
(ঙ) যদি প্রতিষ্ঠানের চাঁদা ক্রমাগত ভাবে না দিয়ে থাকেন।
(চ) কোন সদস্য সংগঠনে চাকুরী গ্রহন করলে সদস্যপদ বাতিল হবে।
(ছ) যদি তিনি পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

১০। সদস্য পদ পুনঃ বাতিল/পুনঃ বহালঃ

যদি কোন সাধারন সদস্য সহযোগী সদস্য বা অনুমোদিত সদস্য স্বনির্ভর বাংলাদেশের আইন কানুন ও নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে স্বনির্ভর বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে, মনে হয় তার সদস্য পদ জাতীয় কমিটির সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে বাতিল হতে পারে, সাময়িক ভাবে বাতিল হতে পারে। যদি কোন সদস্যকে ঐসব কারনে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হয় অথবা দোষী সাব্যস্ত করা হয়। জাতীয় কমিটির নিকট লিখিত কৈফিয়ত দিতে পারবেন এ ক্ষেত্রে সদস্যপদ সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত জাতীয় কমিটি গ্রহন করবে।

যদি কারও সদস্যপদ অর্থাৎ সাধারন সদস্য, সহযোগী সদস্য ও অনুমোদিত সদস্য চলে যায় অথবা সাময়িক ভাবে নিষিদ্ধ হয় তবে জাতীয় কমিটির দুই তৃতীয়াংশ ভোটে তাকে পূর্নবহাল করা যেতে পারে।

সভাপতি
নির্বাহী কমিটি,
স্বনির্ভর বাংলাদেশ।

S. M. Al-Husainy
Chairman
Executive Committee
Swanirvar Bangladesh.

অনুমোদিত
২৮/১২/৮০
নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের পক্ষে
স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থা
সমাজ সেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

<u>সদস্যদের তালিকা সংরক্ষনঃ</u>

স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিভিন্ন শ্রেনীর সদস্যদের জন্য পৃথক পৃথক রেজিষ্টার সংরক্ষন করবে এতে প্রয়োজনীয় টোকেন কার্ড, বা পরিচিতি থাকবে যাতে সদস্য পদের বৈধতা সনাক্ত করা যায়।

সদস্যপদের রেজিষ্টারে নাম, স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা, লিখিত ভাবে রাখতে হবে। যদি টেলিফোন থাকে তবে টেলিফোন নম্বর, পদবী, চাঁদা পরিশোধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি থাকবে। সাধারন সভ্যদের জন্য জেলাওয়ারী রেজিষ্টার সংরক্ষন করতে হবে।

১২। <u>সাংগঠনিক কাঠামোঃ</u>

স্বনির্ভর বাংলাদেশের কর্মপরিচালনার জন্য একটি সাধারন কমিটি, একটি জাতীয় কমিটি, একটি পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটি এবং একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে। সাধারন কমিটি ও জাতীয় কমিটি সে ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারন করবে। পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করবে এবং এসব কাজের বাস্তবায়ন, সংগঠনের স্বার্থে সমুদয় কাজের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি দায়িত্ব বহন করবে।

কার্যনির্বাহী কমিটিকে পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটি সাহায্য প্রদান করবে। কতিপয় স্থায়ী কমিটি ও উপ কমিটি সমূহ এবং অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন স্বনির্ভর বাংলাদেশের উদ্দেশ্য পূরনের জন্য থাকবে।

১৩। <u>সাধারন সভাঃ</u>

স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রতি বছর একটি করে সাধারন সভা স্থান ও সময় নির্ধারিন করে কার্যনির্বাহী কমিটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করবে।

বার্ষিক সভায় যারা অংশ গ্রহন করবেন তারা হচ্ছেন সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মী, জাতীয় কমিটি, পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটি ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ। তাছাড়া স্বনির্ভর বাংলাদেশের অন্যান্য অঙ্গের সদস্যবৃন্দ ভোট দানের অধিকার তাদের মধ্যে সীমিত থাকবে যারা সদস্যভূক্তির চাঁদা খেলাপী করেননি।

সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তি ২১ দিনের মধ্যে ডাক যোগে দুইটি জাতীয় পত্রিকা মারফত বা অন্য কোন যথোপযুক্ত উপায়ে প্রচার করতে হবে যাতে সদস্যবৃন্দ বার্ষিক সাধারন সভার স্থান ,তারিখ যথা মময়ে অবগত হতে পারে।

বার্ষিক সাধারন সভায় নিম্মোক্ত কার্যাদি সম্পন্ন করতে হবে।

(ক) স্বনির্ভর বাংলাদেশের সারা বছরের কর্মসূচী ও কর্মতৎপরতার প্রতিবেদন পেশ ও উহার উপর পর্যালোচনা।
(খ) স্বনির্ভর বাংলাদেশের হিসাব, নিরীক্ষা রিপোর্ট পেশ।
(গ) স্বনির্ভর বাংলাদেশের সাধারন বাজেটের অনুমোদন।
(ঘ) স্বনির্ভর বাংলাদেশের জাতীয় কমিটি, পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটি এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দের নির্বাচন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চূড়ান্ত করন।
(ঙ) বহিঃবিভাগের নিরীক্ষক নিয়োগ ও সম্মানী নির্ধারন।

অনুমোদিত
২৮/১২/১৭

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের পক্ষে
(খোরশেদ আলম পুস্তক) ......
জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, ঢাকা।

... বাংলাদেশ।

M. Hossain
Chairman
Executive Committee
Swanirvar Bangladesh

(চ) স্বনির্ভর বাংলাদেশের কর্মকান্ডের আলোচনা, আর্থিক বিষয়ে পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও নীতি প্রনয়ন।
(ছ) স্বনির্ভর বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধন অনুমোদন।
(জ) সভাপতির অনুমতি নিয়ে অন্য কোন কর্ম সম্পাদন।

বার্ষিক সাধারন সভার কোরামের জন্য কমপক্ষে দুইতৃতীয়াংশ সাধারন সভ্যের উপস্থিতি প্রয়োজন।

জাতীয় কমিটির সভাপতি বার্ষিক সাধারন সভার সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন, তার অনুপস্থিতিতে যে কোন একজন সহ সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন, সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে যে কোন সাধারন সদস্য নির্বাচনের মাধ্যমে সভাপতিত্ব করবেন।

জাতীয় কমিটির ৩৩% সদস্য বা কার্যনির্বাহী কমিটির ৫০% সদস্যের উপস্থিতিতে ১৫ দিনের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিশেষ সাধারন সভা ডাকা যেতে পারে এবং ঐ সভায় নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় আলোচিত হবে। বিশেষ সাধারন সভার কোরামের জন্য অন্তত্য ৫০% সাধারন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন।

সভার নির্ধারিত সময়ের আধ ঘন্টার মধ্যে যদি কোরাম না হয় তবে উক্ত সভা পরবর্তী দিনের জন্য মুলতবি হবে এবং উক্ত সভা পরবর্তী দিনে একই সময়ে একই স্থানে অনুষ্ঠিত করতে হবে এ ক্ষেত্রে যে কোন সংখ্যার সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে।

বার্ষিক সাধারন সভা/বিশেষ সাধারন সভার সভাপতিই কেবল সভা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন করবেন যদি ভোট গ্রহনের বিষয় থাকে উহা হস্ত উত্তোলনের মাধ্যমে নিধারিত হবে এক্ষেত্রে সভাপতিও নিজে ।

সাধারন সভ্য হিসাবে একটি ভোট দিতে পারবেন। সাধারন সভার কার্যবিবরনীর চুড়ান্ত করনের পর সভাপতি উহাতে স্বাক্ষর দান করবেন।

বার্ষিক সাধারন সভার জন্য একজন সাধারন সদস্য প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দিতে পারবে। এক্ষেত্রে প্রক্সি নির্বাচনের জন্য সভার ৪৮ ঘন্টা পুর্বে অবহিত করতে হবে। বিশেষ সাধারন সভার জন্য কোন প্রক্সির অনুমোদন দেয়া হবে না।

১৪। <u>জাতীয় কমিটির গঠন ও কার্যাবলীঃ</u>
স্বনির্ভর বাংলাদেশের সাধারন সদস্য থেকে জাতীয় কমিটি গঠিত হবে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট সরকারী ও যৌথ সরকারী সংস্থার প্রতিনিধি বা অন্য কোন সংগঠনের প্রতিনিধি বা ব্যক্তি যাদের স্বনির্ভর বাংলাদেশ যোগ্য মনে করে নিতে পারবে।

সাধারন বার্ষিক সভা জাতীয় কমিটির সদস্যদের নির্বাচন করবে যাতে স্বনির্ভর বাংলাদেশের কর্মকান্ডের অংগ সমূহের সদস্যগন অর্ন্তভূক্ত হবে ও মাঠ পর্যায়ে কর্মীদের প্রতিনিধি ও এক্স অফিসিও প্রতিনিধিও অর্ন্তভূক্ত হতে পারেন।

অনুমোদিত

মহাসচিব
জাতীয় কমিটি,
স্বনির্ভর বাংলাদেশ।

Chairman
National Committee
Swanirvar Bangladesh.

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ পক্ষে
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

জাতীয় কমিটির সদস্যগন তাদের মধ্যে থেকে একজন সভাপতি তিনজন সহ সভাপতি, একজন সচিব ও দুইজন যুগ্ম সচিব নির্বাচন করবেন। প্রসংগ ক্রমে কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ও মহাসচিব যথা ক্রমে একজন সহ সভাপতি এবং সচিব হবেন জাতীয় কমিটিতে।

জাতীয় কমিটি যে কোন সভা করতে পারেন তবে বছরে একবার অন্তত সভা অনুষ্ঠিত করতে হবে। উহা বার্ষিক সাধারন সভার পূর্বে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জাতীয় কমিটির ৫০% সদস্যদের উপস্থিতিতে কোরাম হবে। জাতীয় কমিটির কাজের মধ্যে রয়েছে বাজেট ও আর্থিক দিক পর্যালোচনা প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষন এবং যে সব প্রকল্প সরকারের সাথে বা অন্য কোন সংস্থার সাথে নেয়া হচ্ছে সেই গুলির অগ্রগতি ফলাফল ইত্যাদি বিবেচনা করা।

জাতীয় কমিটি বিগত দিনের নীতি সমূহ পর্যালোচনা এবং এসব নীতি সমূহ স্বনির্ভর বাংলাদেশের লক্ষ্য সমূহের অনুকূলে কিনা এসব ব্যাপারে খুটিয়ে দেখে অধিকতর অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দিবে।

স্থানীয় পর্যায়ের সমুদয় কার্যসমূহ স্বনির্ভর বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক কিনা পরীক্ষা করবে। জাতীয় কমিটি স্বনির্ভর বাংলাদেশের বিগত অর্জিত ফল সমূহকে পর্যালোচনা করে পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটি এবং কার্যনির্বাহী কমিটিকে কর্মতৎপরতার উপর গবেষনা ও মূল্যায়নের পরামর্শ সহ কর্মসূচী সম্প্রসারন ও উন্নয়নের জন্য যাবতীয় পরামর্শ দিবে যাতে স্বনির্ভর বাংলাদেশ আকাঙ্খিত লক্ষ্য সমূহ সঠিক ভাবে অর্জিত হয়।

জাতীয় কমিটি বার্ষিক সাধারন ও বিশেষ সভাতে স্বনির্ভর বাংলাদেশের কার্যাবলি নিরীক্ষা ইত্যাদি এবং উহার কার্যের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ দিবে এবং গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকার, জনপ্রতিনিধি এদের সাথে যাতে সমন্বয় ও সংযোগ রাখা হয় এ বিষয়ে নির্দেশ দিবে। তাছাড়া সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার, তৃণমূল পরিকল্পনা এবং দক্ষতাপূর্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদান করবে। তাছাড়া তৃণমূল উর্ধতন পরিকল্পনার সাথে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্বনির্ভর কর্মকর্তাদের যথোচিত পরামর্শ দিবে।

জাতীয় কমিটি স্বনির্ভর বাংলাদেশ ও জাতির বৃহত্তম স্বার্থে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারবে। স্বনির্ভর বাংলাদেশের বিভিন্ন শাখা গুলির সুষ্ঠ কার্য নির্বাহের জন্য নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রনয়ন করতে পারবে।

জাতীয় কমিটির সদস্যদের কাজের মেয়াদ তিন বছর এবং যে কোন সদস্য নির্বাচন করা যেতে পারে। সরকারী বিভাগের যারা এক্স অফিসিও সদস্য রূপে প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের মেয়াদ স্ব স্ব অফিসের নিয়মানুযায়ী বলবৎ থাকবে। জাতীয় কমিটির শূন্যতা এবং এর কারিগরী দূর্বলতা ইহার কার্যবিবরনী ও সিদ্ধান্ত গুলিতে বাতিল করবে না।

প্রয়োজনে সাধারন সভা বার্ষিক সাধারন সভায় অথবা বিশেষ সাধারন সভায় জাতীয় কমিটির সংবিধানে যে কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারবে।

অ: মোদিত

মহাসচিব
কার্যনির্বাহী কমিটি.
স্বনির্ভর বাংলাদেশ।

S. M. Al-Husainy
Chairman
Executive Committee
Swanirvar Bangladesh.

রেজিষ্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ পক্ষে
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ
জন সমাজ সেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৫। পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটির গঠন ও কার্যাবলীঃ

পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটি কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দ্বারা গঠিত হবে, বিশিষ্ট কর্মী বিদ্যোৎসাহী, বুদ্ধিজীবি, উন্নয়ন সংস্থার নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা গ্রামোন্নয়নে ও স্বনির্ভর তত্ত্বে বিশ্বাসী তারা সদস্য হবার যোগ্যতা বহন করবে।

কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটির সভাপতি হিসাবে কাজ করবেন সদস্যগন তাদের মধ্য থেকে তিনজন সহ সভাপতি, একজন সচিব, দুইজন যুগ্ম সচিব, নির্বাচন করবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির মহা-সচিব সাধারনত পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটির সচিব রূপে নির্বাচিত হবেন।

পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটির সদস্য নির্বাচনে কপট করার অধিকার আছে এ বিষয়ে স্বনির্ভর বাংলাদেশের কর্মসূচী বাস্তবায়নে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আছে কিনা বিবেচনা করতে হবে।

স্বনির্ভর বাংলাদেশের কার্যনির্বাহী কমিটি, সচিব সংক্রান্ত কাজ এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহায়তা পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটিকে দিবে।

[illegible]বাহী কমিটির সভাপতি ও মহাসচিব তাহাদের কাজের ব্যাপ্তির ক্ষমতা বলে [illegible]লোচনা ও পরামর্শ কমিটিকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারবেন।

পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটি অন্ততঃ পনের দিনে একটি সভা কোন নির্দিষ্ট তারিখে আহবান করবেন অথবা প্রয়োজন অনুসারে যে কোন বিষয়ে যে কোন সময় সভা করতে পারবেন।

পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটি, উপ-কমিটি টাস্কফোর্স নির্বাচন করতে পারবেন। তাছাড়া অন্য সংগঠনের বিশেষ ও পরামর্শ। তাছাড়া অন্য সংগঠনের বিশেষ ও পরামর্শ দাতা স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্বার্থে নিয়োগ দিতে পারবেন।

পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটি নিয়মিত স্বনির্ভর বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ের কাজগুলি মনিটরিং করবেন এবং কার্যকারিতা, প্রশিক্ষন ও অগ্রগতির উপর নজর রাখবে।

পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটি আভ্যন্তরিন মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় বিশ্লেষনাত্মক গবেষনা করবেন যাতে স্বনির্ভর বাংলাদেশের কর্মকান্ডের অর্থবহ অগ্রগতি হয় এ ক্ষেত্রে তারা প্রয়োগ যোগ্য মডেল নির্মান করতে পারেন।

পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটি অন্যান্য আয়োজন সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে যার ফলে অভিজ্ঞতা বিনিময় হবে এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশের কাজের উন্নয়ন সাধিত হবে।

পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটি গবেষনা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন মনোগ্রাম, জরিপ তথ্য প্রব[illegible] করবে এবং ঐ সব তথ্যের প্রচারের জন্য একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করবে যাহা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান [illegible]ভারে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটির সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ দুই বছর সকল সদস্যই নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন।

পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটির যে কোন কাজ যাতে প্রশাসনিক ও আর্থিক অঙ্গীকার রয়েছে উহা বাজেটের সাথে সংগতি পূর্ন হতে হবে এবং উহা বাস্তবায়নে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন লাগবে।

১৬। কার্যনির্বাহী কমিটির গঠন ও কার্যাবলীঃ

কার্যনির্বাহী কমিটি একজন সভাপতি, তিনজন সহ সভাপতি, একজন মহাসচিব, একজন কোষাধ্যক্ষ, একজন নির্বাহী সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের দ্বারা গঠিত হবে। এদের সংখ্যা ২৫ জনের অধিক হবে না।

অনুমোদিত

সত্যায়িত

S. A. [illegible]
Chairman
Executive Committee
Swanirvar Bangladesh

নিবন্ধীকরণ ও [illegible] পক্ষে
স্বেচ্ছাসেবী ও [illegible]
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্বনির্ভর বাংলাদেশের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পন করা হবে। যার ফলে তারা সুষ্ঠ ও সার্বিক ভাবে স্বনির্ভর বাংলাদেশের কার্য সম্পাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। কার্যনির্বাহী কমিটির এবং স্থায়ী কমিটির সকল সদস্য ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখে সমন্বয় ও সহযোগীতার মাধ্যমে কাজ করবেন এবং সকল গুরুত্ব পূর্ন সিদ্ধান্ত তাদের সমন্বয়ে প্রনয়ন করা হবে।

কার্যনির্বাহী কমিটি স্বনির্ভর বাংলাদেশের বাস্তবয়ন অঙ্গ হিসাবে কাজ করবে এবং প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিচালনার জন্য সম্পূর্ন ক্ষমতার অধিকারী হবে। পর্যালোচনা ও পরামর্শ কমিটির উপদেশ ও জাতীয় কমিটির প্রদত্ত নীতি নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবে।

কার্যনির্বাহী কমিটি নিয়ম কানুন পরিবর্তন ও সংশোধন করবে এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক আদেশ সমূহ জারী করবে। কার্য নির্বাহী কমিটি নির্দিষ্ট প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অফিসের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনে হস্তান্তর করবেন।

কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটি যথোপযোগী আইন প্রনয়ন এবং তাদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করবে। আচরন বিধি, প্রশাসনিক ও আর্থিক আইন কানুন সহ ক্ষমতা স্বনির্ভর বাংলাদেশের বিভিন্ন শাখায় হস্তান্তর করবে এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশের কর্মকান্ডের দায়িত্ব পালনের জন্য কেন্দ্রীয় অফিস ও মাঠ পর্যায়ের নিয়মনীতি প্রবর্তন করবে যার ফলে ইহার কাজ অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়।

প্রকল্প প্রস্তাব সরকারের যে কোন বিভাগে বা দাতা সংস্থার নিকট পেশ করার পূর্বে কার্যনির্বাহী কমিটি ছাড় করবে, বাস্তবায়নের পূর্বে চুক্তি বা অঙ্গীকার অনুমোদন করবে, সরকার ও দাতা সংস্থার যে সব প্রতিবেদন পেশ করা প্রয়োজন ঐগুলি অনুমোদন করবে এবং নিয়মিত কাজ পরিচালনার সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের সাথে যোগাযোগ রাখবে।

কার্যনির্বাহী কমিটি বিভিন্ন কর্মসূচী বা প্রকল্পে কর্মচারীদের এবং প্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও সম্পদ প্রদান করবে যাতে তারা নির্দেশিত কাজ সমূহ বাস্তবায়ন করতে পারে এবং এ বিষয়ে তাদের কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট জবাব দিহি করতে হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি স্বনির্ভর বাংলাদেশের নির্ধারিত কাজ সমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিভাগ, জেলা, থানা, ইউনিয়ন, গ্রাম পর্যায়ে শাখা অফিস স্থাপন করতে পারে এবং ঐ সব শাখার কাঠামো ও কার্যপদ্ধতি অনুমোদন করবে এবং কার্যকর ভাবে নির্দিষ্ট কার্যসমূহ সম্পাদনের জন্য দক্ষতা উন্নয়নে সাহায্য করবে।

কার্যনির্বাহী কমিটি ব্যাংকের হিসাব খোলা, লেনদেনের পদ্ধতি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা হিসাব সংরক্ষন, বাজেট ও আর্থিক নিয়ন্ত্রন, পূর্ব নিরীক্ষা ও পরবর্তী নিরীক্ষার ক্ষমতা প্রদান করবে, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রনয়ন এবং ঐ প্রতিবেদন জাতীয় কমিটি, বার্ষিক সাধারন সভা, সরকার, দাতাসংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহে প্রেরন করবে।

কার্যনির্বাহী কমিটি স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্বার্থে অঙ্গ সংগঠন গঠন করতে পারে এবং ঐ সব সংগঠনের নিয়মবিধি, আইন কানুন, কার্যপ্রনালীর রীতি তৈরী করবে এবং ঐ সব অঙ্গসংগঠন তাদের কার্যাবলীর জন্য সম্পূর্ন কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়ী থাকবে।

কার্যনির্বাহী কমিটি স্বনির্ভর বাংলাদেশের নানাবিধ কাজ পরিচালনার জন্য কতকগুলি স্থায়ী কমিটি স্থাপন করবে, প্রত্যেক স্থায়ী কমিটির একজন সভাপতি, একজন সচিব এবং অন্যান্য সদস্য থাকবে, যারা ভিতরের ও বাহিরেরও হতে পারেন যাতে তারা কার্যকর ভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। স্থায়ী কমিটির সাথে আলোচনা না করে তাদের কাজে কোন সিদ্ধান্ত নিবে না। কার্যনির্বাহী স্বপক্ষে কাজ করার জন্য স্থায়ী কমিটি গুলি ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

মহাসচিব
কার্যনির্বাহী কমিটি
স্বনির্ভর বাংলাদেশ।

S. M. Al-Husainy
Chairman
Executive Committee
Swanirvar Bangladesh.

অনুমোদিত
অংপৃষ্ঠাঃ
নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের পক্ষে
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ
জন্য সমাজ সেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটি থাকতে হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি পরিবর্তন ও সংশোধন করার ক্ষমতা বহন করে।

(১) নীতি পরিকল্পনা কমিটি
(২) অর্থ ও প্রশাসনিক কমিটি
(৩) স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী কমিটি
(৪) স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা ও পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি
(৫) স্বনির্ভর ওয়ার্কার্স ট্রাষ্ট ফান্ড কমিটি
(৬) শিক্ষা দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান কমিটি
(৭) সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কমিটি ১
(৮) প্রশিক্ষন কমিটি
(৯) প্রকাশনা ও গনমাধ্যম কমিটি
(১০) মহিলা উন্নয়ন কমিটি
(১১) সদস্যভুক্তি কমিটি
(১২) আচরন ও নিয়ম শৃঙ্খলা কমিটি
(১৩) যুব উন্নয়ন কমিটি
(১৪) কৃষি কমিটি

স্থায়ী কমিটির সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত অন্য কোন প্রকারে নির্দিষ্ট না হলে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন লাগবে।

কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজন অনুসারে যে কোন সময় বৈঠক করবে তবে নির্দিষ্ট তারিখে পনের দিন অন্তর স্থায়ী কমিটি তাদের কার্যনির্বাহের জন্য যখন প্রয়োজন বৈঠক করতে পারবে। স্থায়ী কমিটি ও কার্যনির্বাহী কমিটির কোরামের জন্য এক চতুর্থাংশ সভ্যের উপস্থিতি প্রয়োজন।

কার্যনির্বাহী কমিটি জাতীয় কমিটির এবং সাধারন কমিটির নিকট দায়ী থাকবে এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশের লক্ষ্য সমূহ অর্জন করবে।

কার্যনির্বাহী কমিটির প্রস্তাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের স্বাক্ষর থাকবে। প্রস্তাব সমূহ কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত হবে এবং এগুলি সভা আহব্বানের ও আলোচনার মাধ্যমে হতে হবে।

কার্যনির্বাহী কমিটি একটি রেজিষ্টারে সভার সিদ্ধান্ত সমূহ সংরক্ষন করবে এবং ঐ সব সিদ্ধান্ত সভাপতির স্বাক্ষর থাকবে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনে ঐ গুলির প্রসংগ যাতে উথাপন করা যায়

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগন প্রয়োজনে স্বনির্ভর বাংলাদেশের অবদান রাখার জন্য সম্মানি ভ্রমনভাতা এবং অন্য কোন ভাতা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য পেতে পারেন।

স্বনির্ভর বাংলাদেশের সাধারন সদস্য এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য যদি সার্বক্ষনিক ভাবে কোন পদে নিয়োজিত করা হয় তারা অন্যান্য কর্মচারীর নিয়ম কানুন ও আচরন বিধির আওতায় পড়বেন। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদকাল দুই বছর তবে তারা পুনরায় ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের যোগ্য।

১৭। <u>তহবিল ও ঋণ গ্রহনের ক্ষমতা ঃ</u>

কার্যনির্বাহী কমিটি সময় সময় স্বনির্ভর বাংলাদেশের পক্ষে সদস্য, কোন ব্যক্তি, বানিজ্য প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী, ব্যাংক, সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন ও দেশী এবং বিদেশী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহন করতে পারবে।

অনুমোদিত

S. M. Al-Husainy
Chairman
Executive Committee
... Bangladesh.

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের পক্ষে
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ
জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, ঢাকা।

সংগঠনের কার্যাদি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি নিয়ম কানুন প্রনয়ন করবে। সংগঠনের আয়। সংগঠনের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কাজে ব্যয় করা হবে। উহা কোনরূপেই সংগঠনের সদস্যদের বা কর্মীদের জন্য প্রকাশ্য ব্যয় হবে না কোন অর্থ বা সম্পদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ডিভিডেন্ড আকারে সদস্যদের হস্তান্তর করা যাবে না। অতিরিক্ত যদি থাকে উত্তোলনেরপর উহা সদস্যদের বিতরন করা যাবে না বরং স্বনির্ভর বাংলাদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন কোন সংগঠনের হিতার্থে প্রদান করা যেতে পারে।

১৮। <u>আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ</u>

বাজেটের অনুমোদন ও নিয়মানুসারে অনুমোদন ব্যতীত কোন অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

যে কোন উৎস থেকে অর্থ প্রাপ্তির বিবরন হিসাব বইয়ে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে এবং সমুদয় আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষন করতে হবে। দাতাসংস্থা ও অর্থ প্রদানকারীর প্রয়োজনের নিরীখে হিসাব প্রনয়ন সহ বিস্তারিত ভাবে অর্থের হিসাব যেন কাজের প্রকৃত অবস্থার প্রতিফলন ঘটায়।

১৯। <u>অডিটঃ</u>

দাতাসংস্থা ও ঋণ দাতার নিরীক্ষা ছাড়াও ক্রমাগত ভাবে বাইরের ও ভিতরের পেশাগত লোকদ্বারা নিরীক্ষা করানো হবে এবং এরূপ নিরীক্ষা সাধারন সদস্যদের চাহিদা মোতাবেক বার্ষিক সাধারন সভায় পেশ করতে হবে।

২০। <u>গঠনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতিঃ</u>

কার্যনির্বাহী কমিটি স্বনির্ভর বাংলাদেশের নিয়ম বিধি, ধারা, উপধারা, প্রবর্তন করার ক্ষমতা রাখে যাতে প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য সমূহ অর্জিত হয় এসব আইন কানুন স্বনির্ভর বাংলাদেশের রীতি, নীতি ও তত্ত্ব রক্ষন ভিত্তিক হতে হবে এবং নতুন আইন কানুন সমূহ পরবর্তী সাধারন সভায় [illegible] করতে হবে। [illegible]

২১। <u>প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঃ</u>

স্বনির্ভর বাংলাদেশ স্বেচ্ছা ভিত্তিক ভাবে সাধারন সভায় ~~দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের~~ [illegible] ভোটের মাধ্যমে লুপ্ত হতে পারে। তবে এর সম্পদ দায়দেনা দেশের আইন অনুসারে বিক্রি বা নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। [illegible]

২২। <u>সাধারনঃ</u>

প্রতিষ্ঠান সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদের সনাক্ত করবে এবং অন্যান্য কমিটিকেও সনাক্ত করবে। তারা সমুদয় ব্যয় সভাপতির বিবরন প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে সরল বিশ্বাসে প্রকাশ করবেন।

মহাসচিব
কার্যনির্বাহী কমিটি,
স্বনির্ভর বাংলাদেশ।

অ: যোদিত
নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের পক্ষে
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

S. U. [illegible]
Chairman
Executive Committee
Swanirvar Bangladesh.

স্বনির্ভর বাংলাদেশ
৫/৫, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
বর্তমান গঠনতন্ত্র ও সংশোধিত গঠনতন্ত্রের তুলনামূলক চিত্র

বর্তমান গঠনতন্ত্র	সংশোধিত গঠনতন্ত্র
১। বর্তমান গঠনতন্ত্রে মোট ২২ টি ধারা রয়েছে।	১। কিন্তু সংশোধিত গঠনতন্ত্রে মোট ২৫ টি ধারা রয়েছে।
২। এখানে ধারা ১.১ নেই।	২। এখানে ধারা ১.১-এ "কথা নয় কাজ" শব্দগুচ্ছ দ্বারা লোগোটি অন্তর্নিহিত রয়েছে।
৩। ধারা ৮- এর (ক) -তে একজন সাধারন সদস্যের ভর্তি ফি ৩/- টাকা ও বার্ষিক চাঁদা ১২/- টাকা উল্লেখ আছে।	৩। এখানে ধারা ৬-এর (ক) -তে একজন সাধারন সদস্যের ভর্তি ফি ১০০/- টাকা ও বার্ষিক চাঁদা ২০০/- টাকা উল্লেখ রয়েছে।
৪। এখানে সাধারন সদস্যের যোগ্যতা সম্পর্কে কিছু বলা নেই।	৪। কিন্তু এখানে ধারা ০৭-এ সদস্যদের যোগ্যতা উল্লেখ আছে। যেমনঃ **ধারা- ০৭ সাধারণ সদস্যদের যোগ্যতা ঃ** ক) যে কোন বাংলাদেশের উৎসাহী সমাজকর্মী এই সংস্থার সদস্য হতে পারবেন। খ) সদস্য পদ লাভের জন্য সংগঠন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্রে আবেদন দাখিল করতে হবে। গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সদস্য পদের আবেদনপত্র মঞ্জুর/খারিজ হবে। ঘ) সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যাবলী এবং গঠনতন্ত্রের প্রতি অনুগত হতে হবে। ঙ) নিয়মিত বাৎসরিক চাঁদা পরিশোধ করতে হবে। চ) সদস্যের বয়স কমপক্ষে ১৮ (আঠার) বৎসর হতে হবে। ছ) সুস্থ্য মস্তিস্কের অধিকারী হতে হবে। জ) উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।
৫। এখানে সাধারন সদস্যেদের ভর্তির নিয়মাবলী সম্পর্কে কিছু বলা নেই।	৫। কিন্তু এখানে ধারা ০৮-এ সাধারন সদস্যদের ভর্তির নিয়মাবলী উল্লেখ আছে। যেমনঃ **ধারা- ০৮ সদস্য ভর্তির নিয়মাবলীঃ** ক) সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরমের মাধ্যমে চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করতে হবে। খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী সদস্য পদের আবেদন মঞ্জুর/খারিজ হবে। গ) চেয়ারম্যান/সদস্য সচিব কর্তৃক জমাকৃত আবেদন পত্র অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী সভায় পেশ করবেন এবং সভায় অনুমোদনক্রমে সদস্য খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন। ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সদস্য পদের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তির নাম সংস্থার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হলে অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করতে হবে। ঙ) আবেদন পত্র গৃহীত হওয়ার পর ১০০/- (একশত) টাকা ভর্তি ফি এবং নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে সংস্থার সদস্য হতে হবে।

পরিক্ষীত

অনুমোদিত

নিবন্ধন কর্মকর্তা
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

৬। এখানে সদস্যদের অধিকার ও সুবিধা সম্পর্কে কিছু বলা নেই।	৬। কিন্তু এখানে ধারা ০৯-তে সদস্যদের অধিকার ও সুবিধা উল্লেখ আছে। যেমনঃ **ধারা- ০৯ সদস্যদের অধিকার ও সুবিধাঃ** ক) সাধারণ সদস্যগণের ভোটাধিকার সংরক্ষিত থাকবে। সাধারণ সদস্যগণ সংস্থার উন্নয়ন ও বৃহত্তর স্বার্থে পরামর্শ দান করতে পারবেন। খ) সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক ভোটাধিকারের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়। গ) সংস্থার উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়নে সাধারণ সদস্যগণ মতামত ও সুপারিশ প্রদান করবেন বা মতামত প্রকাশ করবেন। ঘ) সাধারণ পরিষদের সদস্য নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অনুমোদন করবেনঃ ১। গঠনতন্ত্র পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন; ২। বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন; ৩। বার্ষিক হিসাব অনুমোদন; ৪। বার্ষিক বাজেট পরিকল্পনা ও অনুমোদন; ৫। কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন; ৬। অডিটর নিয়োগ ও তার সম্মানী নির্ধারণ; ৭। বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন।
৭। এখানে কার্যকরী কমিটি (গভর্নিং বডি)-এর পোর্ট ফলিও দেয়া নেই। কিন্তু বর্তমান গঠনতন্ত্রে নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ২৫ জন উল্লেখ রয়েছে।	৭। কিন্তু এখানে তা ধারা ১২-তে দেয়া আছে। যার সদস্য সংখ্যা ৯ জন। যেমনঃ **কার্যকরী কমিটি (গভর্নিং বডি)ঃ** মেয়াদঃ কার্যকরী কমিটি (গভর্নিং বডি) ০৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হবে। সাধারণ পরিষদ তিন বছরের জন্য ০৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি (গভর্নিং বডি) নির্বাচন করবেন। কার্যকরী কমিটি (গভর্নিং বডি)-এর পোর্ট ফলিও নিম্নরূপঃ ১। সভাপতি — ১ জন ২। সহ-সভাপতি — ১ জন ৩। সাধারণ সম্পাদক — ১ জন ৪। কোষাধ্যক্ষ — ১ জন ৫। সদস্য — ৫ জন মোট ৯ জন ১। সভাপতিঃ সভাপতি প্রতিষ্ঠানের মূল ব্যক্তি হিসেবে সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি নির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যদের কাজ তদারকি ও পরামর্শ দান করবেন এবং কোন মতানৈক্য দেখা দিলে নিজস্ব মতের দ্বারা তিনি তা সমাধান করবেন। তিনি গঠনতন্ত্রের কোন ধারায় ব্যাখ্যা প্রয়োজন মনে করলে তা সভায় বুঝিয়ে দিবেন। তিনি সকল সভার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করবেন।

পরিক্ষীত

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)

	২। সহ- সভাপতিঃ সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি সভাপতির যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সভাপতির সম-মর্যাদার অধিকারী হবেন। ৩। সাধারণ সম্পাদকঃ ১। তিনি সভাপতির সাথে পরামর্শ করে প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে সকল কার্যাদি সম্পন্ন করবেন। ২। তিনি প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পরামর্শক্রমে সভা আহ্বান ও স্থগিত ঘোষনা করবেন। ৩। তিনি গভর্নিং বডির প্রদত্ত ক্ষমতা আরোপ করবেন। ৪। তিনি সভাপতি বা কোষাধ্যক্ষের সাথে যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন। ৫। তিনি সভাপতির পরামর্শক্রমে সভার আলোচ্যসূচী লিপিবদ্ধ করবেন। ঘ) কোষাধ্যক্ষঃ তিনি প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখবেন। বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব সাধারণ সম্পাদকের সহযোগিতায় সাধারণ ও কার্যকরী সভায় পেশ করবেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের ক্যাশ বই, ভাউচার ইত্যাদি হিসাব সংক্রান্ত কাগজ-পত্রাদি রক্ষণাবেক্ষন করবেন। ঙ) সদস্য ঃ সদস্যগণ নির্বাহী পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তার মত সমান মর্যাদার অধিকারী হবেন। তারা সভাপতি , সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করবেন এবং সর্বদা তাঁদের কাজে সহযোগিতা করবেন।
৮। এখানে নির্বাচন বিধি সম্পর্কে কিছু বলা নেই।	৮। কিন্তু এখানে ১৩-তে তা উল্লেখ রয়েছে। যেমনঃ ধারা- ১৩ নির্বাচন বিধি ঃ প্রতি ০৩ তিন বছর অন্তর কার্যকরী কমিটি (গভর্নিং বডি)-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। যে কোন সাধারণ সদস্য এবং সদস্যা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারবেন। নির্বাহী কমিটির সভায় নির্বাচনের পূর্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট (নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দিতা করবেন না এমন সদস্য) একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। উক্ত নির্বাচনী কমিশনের একজন আহ্বায়ক ও অন্য দুই জন সদস্য থাকবেন। নির্বাচন পরিচালনার ব্যাপারে এই কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং নির্বাচনী কমিশনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নির্বাহী কমিটির নব নির্বাচিত কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
রেজো সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

৯। এখানে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে কিছু বলা নেই।	৯। কিন্তু এখানে তা ধারা ১৪-তে উল্লেখ আছে। যেমনঃ ধারা- ১৪ নির্বাচন কমিশনঃ সাধারন পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। প্রয়োজনে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশন বিলুপ্ত হবে।
১০। এখানে ভোটের প্রণালী সম্পর্কে কিছু বলা নেই।	১০। কিন্তু এখানে তা ধারা ১৫-তে উল্লেখ আছে। যেমনঃ ধারা- ১৫ ভোটের প্রণালীঃ এক ব্যক্তি একটি পদে একটি করে ভোট প্রদান করবেন এবং কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট দেয়া যাবে না। নির্বাচন বিষয়ে কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
১১। এখানে ধারা ১৬-তে কার্যকরী কমিটি (গভর্নিং বডি)-এর ক্ষমতা ও দায়িত্ব কার্যনির্বাহী কমিটির গঠন ও কার্যাবলী অনুচ্ছেদের মধ্যে উল্লেখ আছে।	১১। এখানে তা ধারা আকারে ধারা ১৬-তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ ধারা- ১৬ কার্যনির্বাহী কমিটি (গভর্নিং বডি)-এর ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ ১। কার্যকরী কমিটি (গভর্নিং বডি) সংস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। নীতি নির্ধারণী, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতাও গভর্নিং বডির রয়েছে। ২। সাধারণ পরিষদ দ্বারা নিয়ম অনুযায়ী ০৩ (তিন) বছরের জন্য গভর্নিং বডির সদস্যরা নির্বাচিত হবে। সদস্যদের পুণঃনির্বাচনের ক্ষমতাও রয়েছে। ৩। কার্যকরী কমিটি (গভর্নিং বডি) হবে সংস্থার প্রধান ইউনিট যারা হবেন সমাজ চিন্তা-বিদ ও সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারী, সফল ব্যবসায়ী ও উন্নয়নে অগ্রগণ্য ব্যক্তি। ৪। সংস্থার বেতনবিহীন কর্মকর্তারাই গভর্নিং বডির সদস্য হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাঁদের ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে। ৫। কার্যকরী কমিটি (গভর্নিং বডি)-এর মোট সদস্য ৫ এর কম কিংবা ১১ এর বেশি হতে পারবে না। ৬। কার্যকরী কমিটি (গভর্নিং বডি) গঠনতন্ত্রের যে কোন নিয়ম-নীতি পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতে পারবেন। তাছাড়া অনুমোদিত বাজেটেরও সংশোধন করতে পারবেন। ৭। কার্যকরী কমিটি (গভর্নিং বডি) প্রয়োজনে সাধারণ পরিষদকে বিভিন্ন বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিবে।

পরিবর্তীত

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
বাংলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

Chairman
Governing Body
Swanirvar Bangladesh

১২। এখানে উপদেষ্টা পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু বলা নেই।	১২। কিন্তু এখানে তা ধারা ১৭-তে উল্লেখ আছে। যেমনঃ ধারা- ১৭ উপদেষ্টা পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ উপদেষ্টা পরিষদের মেয়াদকালঃ ৩ বছর উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ ১) প্রতি সপ্তাহে একদিন নিয়মিতভাবে সংস্থার বিভিন্ন প্রোগ্রাম/প্রকল্পের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া। ২) তহবিল সংগ্রহে সহযোগিতা করা। ৩) প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা। ৪) সংস্থার বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা, নীতি ও তার প্রয়োগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। ৫) এ পরিষদের সদস্যগণের ভোট দানের কোন ক্ষমতা থাকবেনা।
১৩। এখানে জরুরী সভা, বিশেষ সাধারন সভা, মুলতবী সভা, তলবী সভা সম্পর্কে কিছু বলা নেই।	১৩। কিন্তু এখানে ধারা ১৮-তে এ সকল সভা সম্পর্কে উল্লেখ আছে। যেমনঃ ধারা- ১৮ বিভিন্ন প্রকার সভা ও সভার নিয়মাবলীঃ জরুরী সভাঃ জরুরী সভা সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ০১ (এক) দিনের নোটিশে সময়, তারিখ, আলোচ্যসূচী ও স্থান উল্লেখ করে আহ্বান করা যাবে। মোট সদস্যদের নূন্যতম ২/৩ (তিনের দুই অংশ) এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। কোরাম পূর্ণ সভার সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে। বিশেষ সাধারণ সভাঃ যে কোন বিশেষ কারণে সাধারণ সভা সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে। তবে এ সভায় বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। বিশেষ আলোচ্যসূচীর উদ্দেশ্য উল্লেখ করে যথারীতি নোটিশ প্রদান করতে হবে। মোট সদস্যদের নূন্যতম ২/৩ (তিনের দুই অংশ)এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। কোরাম পূর্ণ সভার সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে। মুলতবী সভাঃ ১। কোরামের অভাবে মুলতবী সাধারণ সভা মুলতবীর তারিখ থেকে পরবর্তী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সভা সম্পন্ন করতে হবে। মুলতবী সভার তারিখ হতে সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নোটিশ জারী করতে হবে। অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত মোট সাধারণ পরিষদ সদস্যদের নূন্যতম ২/৩ (তিনের দুই অংশ) এর সিদ্ধান্তক্রমে চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। ২। কার্যকরী কমিটি (গভর্নিং বডি)-এর সভা ৭ (সাত) দিনের নোটিশে ২ (দুই) বার কোরামের অভাবে মুলতবী হলে তৃতীয়বার ৩ (তিন) দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত সভার

	কোরাম পূর্ণ না হলেও যত জন সদস্য উপস্থিত থাকবেন তাদের নিয়েই মুলতবী সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সভার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তলবী সভাঃ ১। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বা পরিস্থিতিতে বা গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান/ মহাসচিব সংস্থার সভা আহ্বান না করলে কমপক্ষে মোট সদস্যের নূন্যতম ২/৩ (তিনের দুই অংশ) সদস্য একজনকে আহ্বায়ক মনোনীত করে বিশেষ সাধারণ সভার কার্য সূচীর আলোচ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে স্বাক্ষর দান করত: তলবী সভার আবেদন সংস্থার চেয়ারম্যান/মহাসচিবের কাছে জমা দিতে পারবেন। ২। চেয়ারম্যান/মহাসচিব কর্তৃক তলবী সভার আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে তলবী সভার আহ্বান করবেন। তলবী সভার আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান/মহাসচিব কর্তৃক তলবী সভা আহ্বান না করলে ২১ (একুশ) দিনের মেয়াদ উত্তীর্নের তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে সাধারণ সদস্যগণ তলবী সভা আহ্বান করতে পারবেন। মোট সদস্যের নূন্যতম ২/৩ (তিনের দুই অংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। কোরাম পূর্ণ সভার সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে।
১৪। এখানে অর্থের উৎস সম্পর্কে কিছু বলা নেই।	১৪। কিন্তু এখানে ধারা ২১-এ তা উল্লেখ আছে। যেমনঃ ধারা- ২১ অর্থের উৎসঃ ১। সরকার অথবা স্থানীয় অথবা বিদেশী দাতাদের নিকট থেকে তহবিল সংগ্রহ করে উন্নয়নমূলক প্রোগ্রাম/প্রকল্পে অর্থের যোগান দেয়া হবে; ২। সরকার হতে প্রাপ্ত গ্রান্ট; ৩। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির অনুমোদনক্রমে কমার্শিয়াল ব্যাংক অথবা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, ফাউন্ডেশন, ট্রাষ্ট, এ্যাপেক্স বডি হতে প্রাপ্ত তহবিল সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে বিনিয়োগ করে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ; ৪। কোন ব্যক্তি বা সংস্থা হতে প্রাপ্ত অনুদান; ৫। সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রাপ্ত দান ও অনুদান; ৬। সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ভর্তি ফি ও চাঁদা; ৭। বিনিয়োগ বা ব্যাংক জমা হতে প্রাপ্ত অর্থ; ৮। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত ফি; ৯। কনসালটেন্সি এবং উপদেষ্টামূলক সেবা প্রদান হতে প্রাপ্ত ফি; ১০। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ; ১১। ব্যাংক অথবা বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ঋণ; ১২। ইজারা অথবা ভাড়া হতে প্রাপ্ত অর্থ।

পরিক্ষীত

অনুমোদিত

নিবন্ধীয়ন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

Chairman
Governing Body
Swanirvar Bangladesh

১৫। এখানে জনবল/লোকবল নিয়োগ সম্পর্কে কিছু বলা নেই।	১৫। কিন্তু এখানে ধারা ২৩-এ তা উল্লেখ আছে। যেমনঃ ধারা- ২৩ লোক/জনবল নিয়োগঃ সংস্থার কর্মসূচী ও প্রকল্প বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ এশটি নীতিমালা প্রনয়ন করবেন এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষেভর পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে সেই নীতিমালার আলোকে মহাসচিব কর্তৃক লোকবল নিয়োগ করা হবে। উক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য নিয়োগ কমিটি গঠন করা হবে। লোক নিয়োগের পূর্বে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংস্থার স্বচার্থে উন্মুক্ত স্থানে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ/স্থানীয়ভাবে/সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। লোক নিয়োগের জন্য চাকুরী প্রার্থীদের সকল ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে।

পরিক্ষীত

অনুমোদিত

নিবন্ধীকৃত কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।